গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৪ (মনিটরিং ও সমন্বয়) অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mohfw.gov.bd
www.hsd.gov.bd

বিষয়: সরকারি হাসপাতাল/স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসক/কর্মকর্তা/কর্মচারিদের উপস্থিতির হার বৃদ্ধির জন্য করণীয় বিষয়ক সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	বাবলু কুমার সাহা, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
সভার স্থান	:	মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ (কক্ষ নং-৩৩২, ভবন নং-০৩)
সভার তারিখ ও সময়	:	১৯.০৩.২০১৮ খ্রিঃ, বেলা: ১১:০০ ঘটিকা।

সভায় উপস্থিত সদস্যগণের তালিকা **পরিশিষ্ট 'ক'** তে সন্নিবেশিত।

গত ১৯.০৩.২০১৮ তারিখে জনাব বাবলু কুমার সাহা, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এর সভাপতিত্বে সরকারি হাসপাতাল/স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসক/কর্মকর্তা/কর্মচারিদের উপস্থিতির হার বৃদ্ধির জন্য করণীয় বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহে যথাসময়ে চিকিৎসক/কর্মকর্তা/কর্মচারিদের উপস্থিতির গুরুত্ব তুলে ধরেন। সভার প্রারম্ভে তিনি সকলের সাথে পরিচিত হন। তিনি উপসচিব (প্রশাসন-৪)-কে গত ফেব্রুয়ারি ২০১৮ মাসের স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহে চিকিৎসক/ কর্মকর্তা/কর্মচারিদের উপস্থিতির হার উপস্থাপনের আহবান জানান।

০২. জনাব মো: লুৎফর রহমান, উপসচিব (প্রশাসন-৪) গত ফ্রেব্রুয়ারি ২০১৮ মাসে দেশের বিভাগওয়ারী স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহে উপস্থিতির হার পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপন করেন। গত ফ্রেব্রুয়ারি ২০১৮ মাসে ৮টি বিভাগের স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহে উপস্থিতির গড় হার ছিল ৪৮.১%। তন্মধ্যে বরিশালে ৫৬.৪%, চট্টগ্রামে ৪৪.৩%, ঢাকায় ৪৯.২%, খুলনায় ৩৭.৯%, ময়মনসিংহে ৪১.৫%, রাজশাহীতে ৪২.৬%, রংপুরে ৪২.৯ এবং সিলেটে ৫০.৯%।

০৩. হাজিরা কম হওয়ার কারণ:

বরিশাল বিভাগ: বরিশালের বিভাগীয় পরিচালক এবং জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক চিকিৎসক, কর্মকর্তা/কর্মচারিদের বায়োমেট্রিক হাজিরার ব্যাপারে উদাসীনতাকে দায়ি করেন। অনেক কর্মচারি অফিসে আসলেও না বোঝার কারণে ঠিকমত বায়োমেট্রিক হাজিরা দেয় না। এছাড়াও অনেকে রেজিস্ট্রেশন করা থেকে বিরত থাকে। হাসপাতালে নার্স ডাক্তারদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব। দেশে বিদেশে প্রশিক্ষণ করতে গেলেও মেশিনে অনুপস্থিতি দেখায়। অনেক সময় মেশিনে সমস্যার কারণে হাজিরা দেওয়া হয় না।

চট্টগ্রাম বিভাগ: চট্টগ্রামের বিভাগীয় পরিচালক ৫০% কনসালটেন্টদের অনুপস্থিত থাকার কারণ হিসাবে চাকরি ক্ষেত্রে সন্তুষ্টির ও সহায়ক স্টাফের অভাব, ডাক্তারগণ কর্মক্ষেত্রে অসহায়বোধ করেন মর্মে জানান। সিভিল সার্জন নোয়াখালী জানান চিকিৎসক/কর্মকর্তা/কর্মচারিদের মধ্যে কাজ করার মানসিকতার বড় অভাব রয়েছে। বায়োমেট্রিক মেশিন অনেক জেলায় নষ্ট হয়ে পড়ে থাকে। মেরামত করার মত দক্ষ জনবলের অভাব রয়েছে। রোয়াংছড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কনসালটেন্ট সপ্তাহে তিন দিন অফিস করে মর্মে জানান এবং প্রয়োজনীয় জনবল ও অবকাঠামোর অভাবে উপস্থিতির হার কম বলেও জানান স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা।

ঢাকা বিভাগ: বিভাগীয় পরিচালক ঢাকা জানান, প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল চিকিৎসক/কর্মকর্তা/কর্মচারিদের রেজিস্ট্রেশন করা যাচ্ছে না। জনবলের অভাব। পদ সৃস্টি না হওয়ায় ৩১ বেডের জনবলকে ৫০ বেডে কাজ করতে হয়। কনসালটেন্ট

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা উভয়ই ৬ষ্ঠ গ্রেড হওয়ায় পরস্পরের মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্ব দেখা যায়। কর্মকর্তা/কর্মচারি বদলী হওয়ার সময় পুরাতন কর্মস্থলের রেজিস্ট্রেশন মুছে না। আবার নতুন কর্মস্থলে নাম রেজিস্ট্রেশন করে না। ডাক্তারদের বিরুদ্ধে উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা কোন লিখিত অভিযোগ দাখিল করে না। ফলে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সিভিল সার্জন কিশোরগঞ্জ চিকিৎসকদের বায়োমেট্রিক হাজিরায় নাম অন্তর্ভূক্তি এবং দৈনিক হাজিরা না দেয়াকে মানসিকতার অভাবকে দায়ী করেন।

খুলনা বিভাগ: খুলনা বিভাগের পরিচালক জানান নাইট সিফটিং ডিউটি করার সময় চিকিৎসক/কর্মকর্তা/কর্মচারিরা হাজিরা দেন না। মেশিনে হাজিরা এন্ট্রি হয়েছে কিনা সেটিও অবহেলাজণিত কারণে নিশিচত করা হয় না। বৈদ্যুতিক লোডশেডিং, সফট্ওয়ারগত সমস্যা, সিস্টেম ব্রেকডাউন, ইলেকট্রনিক হাজিরা না হওয়ার অন্যতম কারণ। চিকিৎসক/কর্মকর্তা/কর্মচারি অনুপস্থিত থাকলেও বেতন ভাতা কাটা হয়না। সেকারণে কর্মকর্তা/কর্মচারিরা অনুপস্থিত থাকেন। সিভিল সার্জন বাগেরহাট জানান, স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহে অনুপস্থিতির কারণে চিকিৎসক/ কর্মকর্তা/কর্মচারিদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়না। ম্যানুয়াল হাজিরা খাতা থাকায় অনেকে বায়োমেট্রিক হাজিরা দেয়না। অনেক সময় লোডশেডিং এর কারণে মেশিন বন্ধ থাকে। কনসালটেন্টগণ উপজেলা গুলোতে তাঁদের সুবিধামত আবাসিক অবকাঠামো না থাকায় কর্মস্থলে থাকতে চায় না।

ময়মনসিংহ বিভাগ: উপপরিচালক ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ জানান অধ্যক্ষ ও পরিচালকদের মধ্যে সমন্বয়হীনতার কারণে অনুপস্থিত শিক্ষক ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যায় না।

রাজশাহী বিভাগ: রাজশাহী বিভাগীয় পরিচালক জানান, কর্মরত চিকিৎসক, কর্মকর্তা/কর্মচারিদের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা রয়েছে। জবাবদিহিতার অভাব রয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে জবাবদিহিতা একদম কম। উপজেলা থেকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কিংবা মন্ত্রণালয়ে সরাসরি রিপোর্ট করলে উপস্থিতির হার বাড়বে বলে জানান। বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে সংযুক্তি এবং বিভিন্ন কোর্সে অধ্যয়নরত থাকার কারণে বায়োমেট্রিক মেশিনে হাজিরা দেয়া সম্ভব নয় মর্মে উপস্থিতির হার কম হয়।

রংপুর বিভাগ: রংপুর বিভাগীয় পরিচালক জানান, সর্বত্র বায়োমেট্রিক এ্যাটেনডেন্স মেশিন চালু হয়নি। সবাইকে রেজিস্ট্রেশন করা যায় না। কেন্দ্রীয় হাজিরার সাথে ওয়ার্ড ভিত্তিক হাজিরা ব্যবস্থা করতে হবে। মনিটরিং নিয়মিত করতে হবে। সর্বোপরি প্রতিষ্ঠান প্রধানকে কঠোর হতে হবে। তত্ত্বাবধায়ক রংপুর জেনারেল হাসপাতাল জানান, হাজিরা সন্তোষজনক নয়। উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা যেখানে একটিভ সেখানের অবস্থা ভাল। মেশিন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার রুমে থাকে। ফলে সন্ধ্যা ও রাতের সিফটে অনেকেই বায়োমেট্রিক হাজিরা দেয় না। সিভিল সার্জন রংপুর চিকিৎসক/কর্মকর্তা/কর্মচারিদের বেতন কাটলে অনুপস্থিতির হার কমে যাবে মর্মে জানান।

০৪. হাজিরা বেশি হওয়ার কারণ: কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসক, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ফেব্রুয়ারি মাসের উপস্থিতির গড় হার ৮৮.৯%। হাজিরা প্রায় ৯০% হওয়ার কারণ হিসাবে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা আকুল উদ্দিন জানান যে, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়মিত সকাল-বিকাল হাজিরা কঠোরভাবে মনিটরিং করা হয়। রাতের শিফটে কর্মরত চিকিৎসক/কর্মকর্তা/কর্মচারীরা পরের দিন সকাল আটটায় হাজিরা দেয়। তবে তিনি দুটি বায়োমেট্রিক মেশিন প্রতিস্থাপনের বিষয়ে পরামর্শ দেন। একটি উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তার রুমের ভিতর এবং অপরটি বাইরে থাকবে।

০৫. সমস্যা সমাধানে সুপারিশসমূহ :

(ক) সিভিল সার্জন লক্ষ্মীপুর জানান, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তাকে Ownership develop করতে হবে।

(খ) পরিচালক (প্রশাসন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানান, ১) প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক কনসালটেন্টদের জবাব দিহির আওতায় আনতে হবে। ২) চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ কারিকুলাম রিভিউ করতে হবে। ৩) প্রতিষ্ঠান প্রধান ও কনসালটেন্টসহ অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারিদের মধ্যে পারস্পারিক সমন্বয়ের ক্ষেত্রে উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

(গ) পরিচালক (এমআইএস), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানান, ১) জরুরীভিত্তিতে জনবল নিয়োগ ও পদায়ন করতে হবে। ২) প্রতিষ্ঠান প্রধানকে কাজের প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে। ৩) বিভাগীয় পরিচালকগণ সিভিল

সার্জনদের সাথে, সিভিল সার্জনগণ উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের সাথে প্রতিদিন যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে হবে। ৪) Team wise কাজ করতে হবে। ৫) প্রটোকল অনুসারে উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তাকে কনসালটেন্ট এবং আবাসিক মেডিকেল অফিসারগণ কর্তৃক মান্য করতে হবে।

(ঘ) সিভিল সার্জন বান্দরবান জানান, পদায়নকৃত ডাক্তারদের তদবির করে বদলির আদেশ বাতিল করার প্রবণতা বন্ধ করতে হবে।

(ঙ) উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা রোয়াংছড়ি জানান, বিদ্যুতের সমস্যা দূর করতে হবে। পিডিএস এবং বেতন বিলের সাথে হাজিরা সংযুক্ত করতে হবে।

(চ) যুগ্মসচিব (প্রশাসন) জানান, অফিস না করে বেতন নেয়া বড় ধরনের দুর্নীতি। গণকর্মচারি শৃঙ্খলা (নিয়মিত উপস্থিতি) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ অনুযায়ী বিভাগীয় প্রধান প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসক/কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ অনুপস্থিত থাকলে সিভিল সার্জন ও উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তাকে দায়ী করা হবে। তিনি সবাইকে পরিবর্তন হওয়ার পরামর্শ দেন। বিবেক দিয়ে অফিস করার জন্য অনুরোধ করেন।

(ছ) অতিরিক্ত সচিব (আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট) বলেন, Administrator-দের সঠিক সময়ে অফিসে আসতে হবে। ছাড় দেয়া যাবে না। সবার উপস্থিতি নিশ্চিত করতে পরামর্শ প্রদান করেন। কনসালটেন্টদের নিয়মিত চিকিৎসা সেবা প্রদান করতে হবে। সকলকে আইনের আওতায় আনতে হবে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন।

(জ) অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) এর মতে ডাক্তার যাতে স্টেশনে থাকে সেজন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে। হাসপাতাল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি নজর দিতে হবে। চিকিৎসক/কর্মকর্তা/কর্মচারি দীর্ঘদিন কর্মক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকলে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। এছাড়াও ৮ (আট) হাজারের অধিক অডিট আপত্তি দ্রুততম সময়ে নিষ্পত্তি করার জন্য অনুরোধ করেন।

(ঝ) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) অবহিত করেন যে, কর্মকর্তা/কর্মচারিদের মেশিন দিয়ে সঠিক পথে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। তিনি কর্মকর্তা/কর্মচারিদের বিবেকের উপর জোর দেন। সরকারি কর্মচারি ও সাধারণ জনগণের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করতে গিয়ে জানান, সরকারি কর্মচারিকে আইন মেনে চলতে হয়। কনসালটেন্টদেরকে অবশ্যই উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তাকে মান্য করতে হবে। সিভিল সার্জন ও উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তাকে দায়িত্বশীল হতে হবে। চিকিৎসক/কর্মকর্তা/কর্মচারি দেরীতে অফিসে আসলে বা অনুমোদিত অনুপস্থিত থাকলে হিসাব শাখাকে জানিয়ে প্রয়োজনে বেতন কর্তনের ব্যবস্থা নিতে হবে। যদি কোন চিকিৎসক/কর্মকর্তা/কর্মচারির চাকুরির বেতনে না পোষায় তাহলে চাকুরি ছেড়ে চলে যেতে পরামর্শ দেন। শাসকের হাত সমস্ত জায়গায় পৌছাতে পারে।

(ঞ) সভাপতি বলেন, Leadership ঠিক করতে হবে, Leader-কে সময়মত অফিসে আসতে হবে। নিজের কাজের প্রতি নিজের শ্রদ্ধা থাকতে হবে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি নিয়মিত হাজিরা মনিটরিং করার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে আদেশ জারীর অনুরোধ জানান। তিনি মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের সমন্বয়ে মনিটরিং করার পরামর্শ দেন যা খুব কার্যকর হবে। প্রশাসন-৪ অধিশাখা হতে স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন এবং নির্মাণ অধিশাখা হতে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন সংক্রান্ত জারিকৃত আদেশ যথাযথভাবে পালনের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত সকল কর্মকর্তাগণকে অনুরোধ জানান। তিনি সহকর্মী এবং সকল শ্রেণীর কর্মচারিদের সাথে ভাল ব্যবহারের নির্দেশনা প্রদান করেন।

০৬. সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

৬.১: বিভাগীয় পরিচালকগণ-কে সিভিল সার্জন এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের সাথে নিয়মিত বায়োমেট্রিক উপস্থিতির বিষয়ে যোগাযোগ করতে হবে। প্রয়োজনে ভিডিও কনফারেন্স করতে হবে;

৬.২: উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা প্রতিষ্ঠান প্রধান বিধায় কনসালটেন্টদেরকে অবশ্যই উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাকে মান্য করতে হবে এবং অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে হবে;

৬.৩: মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ এবং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালকের মধ্যে সুসমন্বয় থাকতে হবে। সমন্বয় করে শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারিদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।

৬.৪: দেরীতে অফিসে আসা, দ্রুত অফিস ত্যাগ করা এবং অননুমোদিত অনুপস্থিত চিকিৎসক/ কর্মকর্তা/কর্মচারির বিরুদ্ধে ১৯৮২ সালের গণকর্মচারি অধ্যাদেশ মোতাবেক উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;

৬.৫: চিকিৎসক/কর্মকর্তা/কর্মচারির বদলি হলে পূর্ব কর্মস্থলের বায়োমেট্রিক রেজিষ্ট্রেশন মুছে ফেলতে হবে এবং নতুন কর্মস্থলে বায়োমেট্রিক রেজিষ্ট্রেশন নিশ্চিত করতে হবে;

৬.৬: পিডিএস এবং বেতন বিলের সাথে হাজিরা সংযুক্ত করার বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে নিশ্চিত করতে হবে;

৬.৭: স্বাস্থ্য অধিদপ্তরেকে সকল স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে বায়োমেট্রিক মেশিন স্থাপন করতে হবে এবং ইন্টারনেট সুবিধা সচল করতে হবে। চিকিৎসকসহ সকল কর্মকর্তা/কর্মচারির উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে;

৬.৮: সকল স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে বায়োমেট্রিক মেশিন সচল/চালু রাখতে হবে;

৬.৯: প্রশাসন-৪ অধিশাখা হতে স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন এবং নির্মাণ অধিশাখা হতে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন সংক্রান্ত জারিকৃত আদেশ মোতাবেক দায়িত্ব প্রাপ্ত সকল কর্মকর্তাগণকে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে;

৬.১০: স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা এবং সংস্কারের জন্য মেরামত খাতে অর্থের সংস্থান থাকা সাপেক্ষে সুনির্দিস্ট প্রস্তাবের মাধ্যমে অর্থ গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে হবে; এবং

৬.১১: স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানের অডিট আপত্তি দ্রুততম সময়ে নিষ্পত্তি করার ব্যবস্থা নিতে হবে;

৭. আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত:-
তারিখ: ২৭ মার্চ ২০১৮
(বাবলু কুমার সাহা)
অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

স্মারক নং- ৪৫.০০.০০০০.১৪১.০৫.০০৯.১৭-১০৪

তারিখঃ ১৪ চৈত্র ১৪২৪ / ২৮ মার্চ ২০১৮

সভার সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নপূর্বক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণের অনুরোধসহ:

কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. অতিরিক্ত সচিব (সকল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাপকম, ঢাকা।
২. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৩. যুগ্মসচিব (পার/প্রশাসন/সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাপকম, ঢাকা।
৪. পরিচালক, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (ঢাকা, রাজশাহী, চট্রগ্রাম, ময়মনসিংহ, সিলেট, রংপুর, বরিশাল, খুলনা)।
৫. পরিচালক (প্রশাসন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৬. পরিচালক (এমআইএস), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৭. ডা: নিতীশ কান্তি দেবনাথ, বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য), ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।
৮. ডা: এ এম মজিবুল হক, বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য), চট্রগ্রাম বিভাগ, চট্রগ্রাম।

৯. ডা: মো: আনিছুর রহমান, বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য), রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।
১০. ডা: মো: মোস্তাফিজুর রহমান, বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য), রংপুর বিভাগ, রংপুর।
১১. ডা: মো: মাহাবুবুর রহমান, বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য), বরিশাল বিভাগ, বরিশাল।
১২. ডা: মো: রওশন আনোয়ার , বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য), খুলনা বিভাগ, খুলনা।
১৩. বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য), ময়মনসিংহ বিভাগ/সিলেট বিভাগ।
১৪. ডা: হাবিবুর রহমান, সিভিল সার্জন ও তত্বাবধায়ক, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট সদর হাসপাতাল কিশোরগঞ্জ, ঢাকা বিভাগ।
১৫. ডা: সুচিন্তা চৌধুরী, সিভিল সার্জন, হবিগঞ্জ, জেলা হাসপাতাল হবিগঞ্জ, সিলেট বিভাগ।
১৬. ডা: অরুন চন্দ্র মন্ডল, সিভিল সার্জন, বাগের হাট, জেলা হাসপাতাল, বাগের হাট, খুলনা বিভাগ।
১৭. ডা: রতিন্দ্রনাথ মজুমদার, সিভিল সার্জন, ভোলা, জেলা হাসপাতাল, ভোলা, বরিশাল বিভাগ।
১৮. ডা: মো: ফারুক আলম, সিভিল সার্জন, পিরোজপুর, জেলা হাসপাতাল, পিরোজপুর, বরিশাল বিভাগ।
১৯. ডা: মো:শাজাহান কবির চৌধুরী, সিভিল সার্জন, ফরিদপুর, জেলা হাসপাতাল, ফরিদপুর, ঢাকা বিভাগ।
২০. ডা: অং সুই প্রু মারমা, সিভিল সার্জন, বান্দরবান।
২১. ডা: সাইফুল ফেরদৌস মো: খায়রুল আতার্তুক, সিভিল সার্জন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
২২. ডা: মো: শফিকুল ইসলাম, ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন, চাঁদপুর।
২৩. ডা: আবু মো: জাকিরুল ইসলাম, সিভিল সার্জন, রংপুর।
২৪. ডা: মোস্তফা খালিদ আহম্মেদ, সিভিল সার্জন, লক্ষিপুর।
২৫. ডা: রওশন আরা বেগম, সিভিল সার্জন, কুষ্টিয়া।
২৬. ডা: রনজিৎ কুমার বর্মন, সিভিল সার্জন, নীলফামারী।
২৭. ডা: বিধান চন্দ্র সেনগুপ্ত, সিভিল সার্জন নোয়াখালী।
২৮. সিভিল সার্জন (ময়মনসিংহ/সিলেট)।
২৯. ডা: মনোয়ার হোসেন, সিভিল সার্জন, বরিশাল ও তত্বাবধায়ক, বরিশাল জেনারেল হাসপাতাল।
৩০. ডা: মো: খলিলুল্লাহ, তত্বাবধায়ক, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট সদর হাসপাতাল নোয়াখালী।
৩১. ডা: গোলাম মাওলা, তত্বাবধায়ক, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট সদর হাসপাতাল কিশোরগঞ্জ।
৩২. ডা: মং হিলা প্রু, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, রুয়াংছড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, বান্দরবান।
৩৩. ডা: মো: শাফিকুল ইসলাম, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, শিবগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
৩৪. ডা: মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, হাইমচর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, চাঁদপুর।
৩৫. ডা: মোস্তাফা জামান চৌধুরী, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, তারাগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, রংপুর।
৩৬. ডা: গুনময় পোদ্দার, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, রামগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, লক্ষিপুর।
৩৭. ডা: মো: আলতাফ হোসেন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, আগলঝরা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, বরিশাল।
৩৮. ডা: মো: আকুল উদ্দীন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, কুমারখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, কুষ্টিয়া।

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে:

১. সিস্টেম এনালিস্ট, কম্পিউটার সেল, স্বাপকম, ঢাকা (মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
২. অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

(মো: লুৎফর রহমান)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪০৩৬২
ই-মেইল-monitor@mohfw.gov.bd
monitor@hsd.gov.bd